ভোরের কাগজ

তারিখ 08 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের দুরবস্থা দূর করুন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

এ দেশে নতুনভাবে স্থাপিত পাঁচটি মেডিকেল কলেজের ভিতর কুমিল্লা ছাড়া বাকি চারটির পূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাজ, প্রায় শেষ। অথচ এখানে একটি ইটও গাঁথা হয়নি! পুরোতন 'ম্যাটস'কে কলেজ এবং '২৫০ শয্যা আধুনিক হাসপাতাল'কে 'মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল' বানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। অথচ ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর স্বাস্থ্যমন্ত্রী একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন ২ বছর পূর্ণ হলো, কিন্তু কাজের খাতায় আজ পর্যন্ত শূন্যই থেকে গেলো? অনেকে দীর্ঘদিন ধরে এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত কিন্তু তাদের চাকরি নিয়মিত করা হয়নি। হাসপাতালে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য 'রেজিস্টার' পদগুলো শূন্য! শিক্ষক ও ডাক্তারের অনেক পদ খালি পড়ে আছে দীর্ঘদিন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক বরাদ্দ নিয়েও বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন মাঝে মাঝেই অনিয়ম ও বিলম্বের শিকার হয়। নামে মেডিকেল কলেজ হয়েছে কুমিল্লায়–এই শুধু কুমিল্লাবাসীর সন্তুষ্টি। কিন্তু ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ এই দীর্ঘ ৬ বছরে সব সরকারের আমলেই এ কলেজটি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। অথচ কুমিল্লার কতো সচিব, কতো মন্ত্রী, কতো সরকারি বড়ো বড়ো আমলা রয়েছেন তারাও যেন কিছুই করতে পারছেন না এর জন্য। কিন্তু কেন? একসঙ্গে চালু হয়েও পাঁচটি মেডিকেলের ভিতর কুমিল্লাকে বাদ দিয়ে বাকি চারটির পূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাজ শেষ হতে চললো, অথচ এখানে একটি ইটও গাঁথা হয়নি কেন– তা জানার অধিকার কুমিল্লাবাসীর রয়েছে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা এতো বৈরী পরিবেশেও প্রতি বছর চট্টগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পেশাগত পরীক্ষায় ১০টি স্থানের মধ্যে অর্ধেকই স্থান করে নিচ্ছে।

আশা করি, আপনার মহানুভব দৃষ্টি আমাদের দুরবস্থা দূর করবে।

ডা. মোঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা।